কোন পক্ষ নয়, নিরপেক্ষ খবরের সন্ধানে, সকাল থেকে সন্ধ্যা নিরন্তন নজরে

সুপ্রভাত বাংলা

দৈনিক সংবাদপত্র

supravatbangla.com

সুপ্রভাত বাংলা | বর্ষ- ১ সংখ্যা ৩৬৮ - সোমবার ০৬ জুলাই ২০২৬ - ২১ আষাঢ় ১৪৩৩- বঙ্গাব্দ | PRGI No. WBBEN/25/A1519 | মূল্য ৪ টাকা ৪ পাতা



রামমন্দির নিয়ে মোদিকে তোপ কংগ্রেসের



পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে তোপ ভারতের!



পরিবারকে ২২ লক্ষ টাকার বিল ধরাল হাসপাতাল



অবশেষে ভোট ময়দানে প্রশান্ত কিশোর

বার্থ-ডে গার্লকে অচৈতন্য করে যৌন নির্যাতন

সুপ্রভাত বাংলাঃ 26 বছরের ওই তরুণী থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 30 জুন তরুণী ঘটনাস্থল থেকে কোনওভাবে পালিয়ে গিয়ে পুলিশের জরুরি হেল্পলাইন নম্বর 112-তে ফোন করেন। এরপরই তাঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার কথা জানান । নির্যাতিতার ফোন পেয়ে তালাগাট্টাপুরা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং তাঁকে উদ্ধার করে। মেয়েটির করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পাঁচ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । বেঙ্গালুরু দক্ষিণ-পশ্চিম ডিভিশনের ডিসিপি অনিতা বি হাড্ডান্নাভার বলেন, "অভিযুক্তদের নাম সোমশেখর, অম্বরীশ, প্রদীপ, রামাপ্পা এবং জগদীশ। ধৃতদের চিহ্নিত করেছেন নির্যাতিতা । মেয়েটি পুলিশের কাছে করা অভিযোগে জানিয়েছেন, তাঁর জন্মদিন কয়েকদিন আগে ছিল । বন্ধু সোমশেখর তাঁকে জন্মদিনের দিন শুভেচ্ছা জানাতে না-পারায়, 30 জুন পার্টি আয়োজন করেছে বলে মেয়েটিকে ডেকে পাঠায়। নির্যাতিতা তাঁর অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করেছেন, ওই সোমশেখরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল বেশ ক'য়েকদিন আগে । তাঁরা একে-অপরকে বেশ কিছুদিন ধরেই চিনতেন। ফোনেও নিয়মিত যোগাযোগ হত । এমনকী সম্প্রতি বেশ ক'য়েকবার দেখাসাক্ষাৎও হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণীর জন্মদিন উপলক্ষে সোমশেখর তাঁকে তালাগাট্টাপুরায় পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়। একসঙ্গে দিনটা কাটাতে চাই, সোমশেখর বারবার তরুণীকে জানিয়েছিল। মেয়েটি সোমশেখরের কথায় বিশ্বাস করেই সেখানে গিয়েছিলেন । গত মঙ্গলবার (30 জুন) বিকেল 5টার দিকে একটি হোটেলের কাছে তিনি পৌঁছন। তখনই সোমশেখরের বন্ধুদের ফোন আসে। তাদের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে তারা জানায়, পার্টির আয়োজন একেবারে রেডি । সোমশেখর যেন তাঁকে নিয়ে শীঘ্রই পৌঁছয় । সেখানে পরিচিত ছেলেটি তাঁকে বলে, "আমার বন্ধুদের বাড়ি যাব। চলো ওদের সঙ্গে পার্টি করি।" সোমশেখরের ও তার চার বন্ধু মেয়েটির পার্টি শুরু হয় । সেখানে তাঁরা একসঙ্গে কিছু সময় কাটান এবং খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। পরে, অম্বরীশ নামের ছেলেটি কোল্ড ড্রিঙ্কসের মধ্যে নেশাজাতীয় দ্রব্য মিশিয়ে মেয়েটিকে দেয় । তা খেতেই, মেয়েটির মাথা ঘোরানো শুরু হয়। খানিক সময়ের মধ্যে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন । পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্যাতিতা জানিয়েছেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লে অম্বরিশ তাঁকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। তখন বাকিরা অন্য ঘরে ছিল। জ্ঞান ফিরতেই মেয়েটি দেখেন তাঁর সঙ্গে ঘটে গিয়েছে ভয়ানক ঘটনা। পাশেই ঘুমিয়ে রয়েছে অম্বরীশ। তরুণী সেখান থেকে কোনওভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং 112 নম্বর ডায়াল করে সবটা জানান । অভিযোগ পেয়ে তালাঘাট্টাপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নির্যাতিতাকে উদ্ধার করেন।



ইনস্টা-ফেসবুকে শিশুদের যৌন নির্যাতনে প্ররোচনা দেওয়ার বিজ্ঞাপন



সুপ্রভাত বাংলাঃ লাবনী মান্নাঃ যৌন নির্যাতনের প্ররোচনামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে ইনস্টাগ্রামে। এই সব অর্থপ্রদত্ত বিজ্ঞাপন মুছে দিতে ইনস্টাগ্রামকে নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার । শনিবার সন্ধ্যায় এই নির্দেশ দিয়েছে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রক । এই নিয়ে একই সপ্তাহে দ্বিতীয়বার মেটাকে নোটিশ দিল সরকার । এর আগে হোয়াটস্যাপে Username সংরক্ষণ ফিচার নিয়ে নোটিশ দেওয়া হয়েছে মেটাকে । সূত্রের খবর, ইনস্টাগ্রামে থাকা সমস্ত বিজ্ঞাপন এবং কনটেন্টগুলি সিএসইএএম (চাইল্ড সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়েটেশন অ্যান্ড অ্যাবিউস ম্যাটেরিয়াল, CSEAM) বিষয়ক বিজ্ঞাপনগুলি অবিলম্বে সরিয়ে দিতে হবে । কেন অর্থের বিনিময়ে এই বিজ্ঞাপনগুলি এতদিন ধরে ইনস্টাগ্রামে ছিল, তার ব্যাখ্যাও দিতে হবে সাত দিনের মধ্যে । এর আগে তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী যাদব মন্ত্রকের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, ইনস্টাগ্রামে শিশুদের যৌন হেনস্থা করার প্রচারমূলক বিজ্ঞাপন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই মেটার আধিকারিকদের তলব করা হোক । আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় মেটা সংস্থার সদর দফতর । ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ এই সংস্থারই । এদিকে এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসি একটি প্রতিবেদনে অভিযোগ করেছে, মেটা-র সুপারিশ করা অ্যালগরিদম শিশুদের যৌন নির্যাতনের বিষয়বস্তু বিষয়ক ভিডিয়ো প্রচার করছে, এটা সংস্থার সুরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুতর গাফিলতি ও ত্রুটিকেই তুলে ধরছে। বিবিসি তদন্ত করে দেখেছে, ইনস্টাগ্রামের পাশাপাশি ফেসবুকেও এই ধরনের বিজ্ঞাপন রয়েছে । অথচ মেটা-র বিজ্ঞাপনের নীতি অনুযায়ী নগ্নতা এবং যৌন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ । অভিযোগ, ইনস্টাগ্রামে 'ধর্ষণে ভিডিয়ো' এবং 'শিশুর ভিডিয়ো'-র মতো শব্দবন্ধ ব্যবহার করে অর্থপ্রদত্ত বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে । এই বিজ্ঞাপনগুলি ব্যবহারকারীদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে নিয়ে যায়, যেখানে এই ধরনের বিষয়বস্তু বিক্রি করা হয় বলে জানা গিয়েছে । সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বিষয়ে অবগত এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, কীভাবে এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলিকে ছাড়পত্র দেওয়া হল ? সরকার মেটার কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইতে পারে । এই ধরনের অভিযোগ ওঠার পর থেকে মার্ক জুকারবার্গের সংস্থা মেটা সংশোধনমূলক কী কী পদক্ষেপ করেছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে তারা কী সুরক্ষা গ্রহণের পরিকল্পনা করছে, তাও জানতে চাইতে পারে । সূত্রের খবর, মেটা এখানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় রয়েছে । তা সত্ত্বেও শিশুদের যৌন নির্যাতনের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রচারকারী অর্থপ্রদত্ত বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে মেটা 'তৃতীয় পক্ষের বিষয়বস্তু' বা 'থার্ড পার্টি মেটেরিয়াল' বলে অজুহাত বা যুক্তি দেখিয়ে দায় এড়াতে পারে না। আরেক সূত্র বলেন, "অভিযোগগুলির সত্যতা প্রমাণিত হলে, ওই বিজ্ঞাপনগুলির জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে, কারণ এই বিজ্ঞাপনগুলি থেকেই প্ল্যাটফর্মটি আয় হয় ।" সূত্র উল্লেখ করেছে, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (MeitY) বিষয়টির প্রযুক্তিগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক দিকগুলি পর্যালোচনা করবে। কিন্তু যে কোনও সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি যদি মনে করেন এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলিতে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অপরাধমূলক কাজকর্ম হচ্ছে, তাহলে তারা বিজ্ঞাপনদাতা বা প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতেই পারেন । শিশুদের যৌন নির্যাতনের বিষয়বস্তু (CSEAM) প্রচারের ক্ষেত্রে ভারত সরকার 'জিরো-টলারেন্স' বা কঠোর অবস্থান নীতি নিয়েছে । সরকার অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিকে এই ধরনের বিষয়বস্তু দ্রুত শনাক্ত করে অপসারণ ও রিপোর্ট করার নির্দেশ দিয়েছে । পাশাপাশি ডিজিটাল দুনিয়ায় শিশুদের সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করতে জোর দিয়েছে । ইন্টারপোলে ভারতের নোডাল এজেন্সি সিবিআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে সরকার সময়ে সময়ে শিশুদের যৌন নির্যাতনের বিষয়বস্তু (CSAM) সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলিও বন্ধ করে দিয়েছে।

২ বড় কারখানা পাচ্ছে বাংলা, ‘সেরা’ হবে এশিয়ার

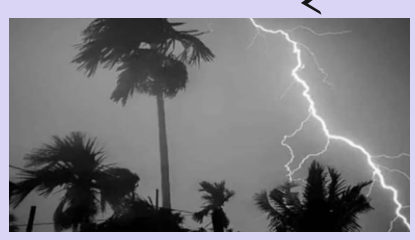


সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ কারখানা তৈরি করা হবে হুগলিতে। অপরটি পাচ্ছে বাঁকুড়া। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মাইলস্টোন হতে চলেছে। কারণ এটি পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার বিজেপি সরকার গঠনের পরে বাস্তবায়িত হতে যাওয়া বড় বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কালো অধ্যায় কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিজেপি, তা পূরণের পথে প্রথম ধাপ হতে চলেছে ওই দুটি প্রকল্প। সেই পরিস্থিতিতে দুটি প্রকল্পেরই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিল্পমন্ত্রী জানিয়েছেন যে আগামী ১১ জুলাই (শনিবার) হুগলির ডানকুনিতে লাক্স ইন্ডাস্ট্রিজের কারখানার সম্প্রসারণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। আর তার ঠিক পরের শনিবার (১৮ জুলাই) বাঁকুড়ায় মেজিয়ায় শ্যাম স্টিলের কারখানা সম্প্রসারণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে শ্যাম স্টিলের ডিরেক্টর ললিত বেরিওয়ালা জানিয়েছেন, মেজিয়াতে যে ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট আছে, সেটি আরও আধুনিক এবং বড় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তার ফলে পর্যায়ক্রমে প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানের ০.৭ মিলিয়ন টন থেকে বাড়িয়ে দু'মিলিয়ন টন করা হবে। প্রথম দফায় লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ১০ লাখ মিলিয়ন টন। তারপর উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য ৫০০ একরের মতো জমি লাগবে। সেই মর্মে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। আবার ডানকুনিতে যে ইন্টিগ্রেটেড কারখানা আছে, সেটার বহর আরও বাড়ানোর জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন লাক্স ইন্ডাস্ট্রিজের এক কর্তা। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি জানিয়েছেন যে ৬০০ কোটি টাকার প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সেটার মধ্যে গত কয়েক বছর অধিগৃহীত জমির খরচ ধরা আছে। মূলধনী খাতে ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকার মতো। তিনি আরও জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১২ লাখ বর্গফুটের উৎপাদন ও আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো যুক্ত হবে। যার ফলে

অভিষেকের বিরুদ্ধে এবার বিষ্ণুপুর থানায় নয়া এফআইআর

সুপ্রভাত বাংলাঃ এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় নতুন করে অভিযোগ দায়ের করলেন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, সেবাশ্রয় ও সেবাশ্রয়-২ শিবির পরিচালনার ক্ষেত্রে একাধিক আইন ভঙ্গ করা হয়েছে। পাশাপাশি জনস্বার্থ এবং রোগীদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তাও লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগপত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি তাঁর আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়, বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল, ফলতার জাহাঙ্গির খান-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, এই শিবিরগুলির পরিকল্পনা, আয়োজন, অর্থায়ন এবং বাস্তবায়নে তাঁদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। সেই কারণে প্রত্যেকের ভূমিকা খতিয়ে দেখে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারী। ববির অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্টের বিভিন্ন ধারা, অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্টের ১৭ নম্বর ধারা, পিসিপিএনডিটি (PCPNDT) আইনের ২৩(১), ২৩(২) ও ২৫ নম্বর ধারা, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি) অ্যাক্টের ৩৪ নম্বর ধারা, পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্টের ৪১ নম্বর ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা। অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, বিভিন্ন জনসভা ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই সেবাশ্রয় শিবিরের আয়োজনের কথা প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছেন। অভিযোগকারীর দাবি, তিনি নিজেই এই কর্মসূচির পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং তদারকির দায়িত্বে থাকার কথা জানিয়েছেন। তাই এই গোটা প্রকল্পের নেপথ্যে কার কী ভূমিকা ছিল, তা তদন্তের মাধ্যমে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও অভিযোগে বলা হয়েছে, অভিষেকের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায় প্রশাসনিকভাবে শিবিরগুলির আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে শিবির পরিচালনায় বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল, জাহাঙ্গির খান, শামিম আহমেদ, বাবান গাজি-সহ আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এদিকে এই বিতর্কে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। শনিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, কার নির্দেশে স্বাস্থ্য দফতরের কোন আধিকারিক বা কর্মীরা সেবাশ্রয় শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এবং সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা কী ছিল, তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হবে। তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা এলাকায় পর্যায়ক্রমে শুরু হয়েছিল ‘সেবাশ্রয়’ স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির। সেখানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ইকো-কার্ডিওগ্রাফি, এক্স-রে-সহ বিভিন্ন চিকিৎসা পরীক্ষা করা হত। অভিযোগ উঠেছে, রেডিয়েশন নির্গত হয় এমন একাধিক যন্ত্র ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় রেডিয়েশন সেফটি অপারেশন লাইসেন্স ছিল না। অথচ সেই যন্ত্র ব্যবহার করেই পরীক্ষা চালানো হয়েছে

বাংলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি



সুপ্রভাত বাংলাঃ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতে পারে, যার ফলে জল জমা, যান চলাচলে বিঘ্ন এবং নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সকাল থেকেই কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় দফায় দফায় বৃষ্টিতে জনজীবনে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। অফিসযাত্রীদের একাংশকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে। শহরের একাধিক রাস্তায় জল জমার আশঙ্কাও রয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। ফলে বড় গাছ, দুর্বল কাঠামো বা বিদ্যুতের তারের কাছাকাছি অপ্রয়োজনে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রও উত্তাল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সেই কারণে মঙ্গলবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত

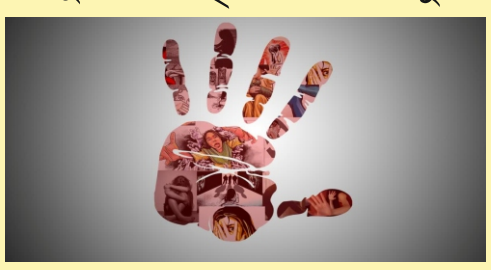
সম্পাদকীয়

আমন্ত্রণে ভারতে আসছেন চিনা বিদেশমন্ত্রী

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

এবার নতুন মোড় নিতে চলেছে? এই প্রশ্নই জোরালো হয়েছে সম্প্রতি। কারণ, শি জিনপিংয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই শীঘ্রই ভারত সফরে আসতে চলেছেন। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের আমন্ত্রণেই ভারতে আসছেন ওয়াং ই। এই সফরকে দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর ভারত-চিন সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছিল। সীমান্তে সেনা মোতায়েন বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ এবং কূটনৈতিক দূরত্ব দুই দেশের সম্পর্কে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তবে গত দুই বছরে ধীরে ধীরে সংলাপের পথ খুলতে শুরু করেছে। বিশেষ করে সীমান্তে উত্তেজনা কমানো এবং সামরিক পর্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। ওয়াং ই-র সফরে সীমান্ত সমস্যা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং বহুপাক্ষিক মঞ্চে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই সফর শুধু আনুষ্ঠানিক বৈঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং ভবিষ্যতে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক যোগাযোগের পথও তৈরি করতে পারে। গত কয়েক মাসে ভারত ও চিনের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলার একাধিক ইঙ্গিত মিলেছে। দুই দেশ সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। পাশাপাশি সরাসরি বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু করা, ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা

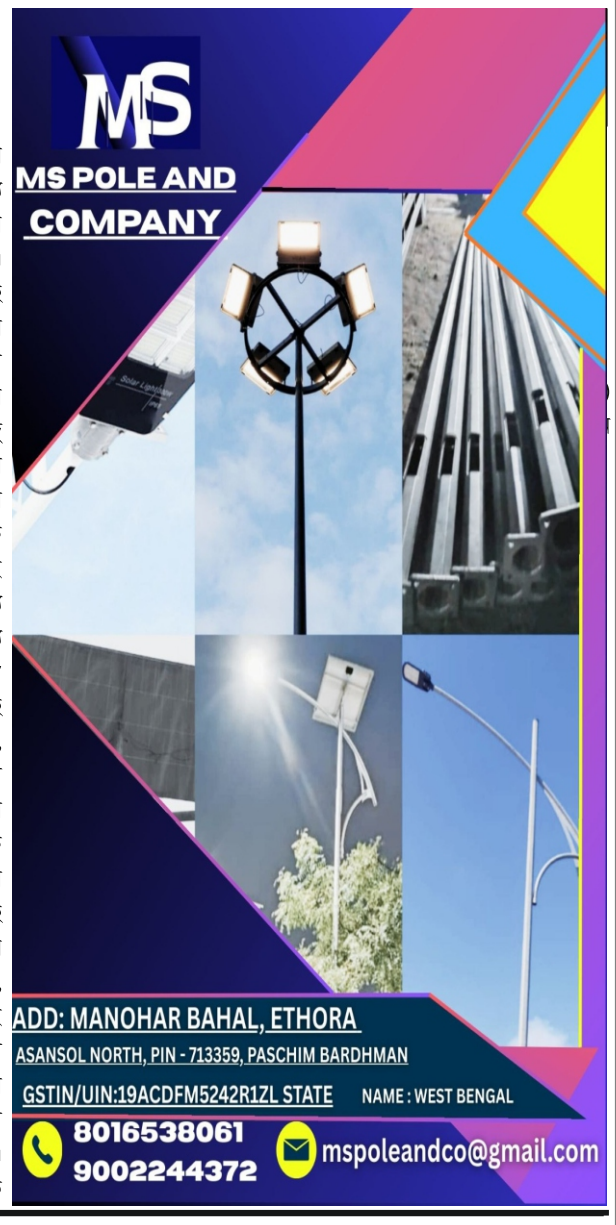
অগ্নিগর্ভ বারুইপুরে গণ পিটুনিতে মৃত ১ অভিযুক্ত



সুপ্রভাত বাংলাঃ 12 বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের পর খুনের অভিযোগ উঠেছে । রবিবার সকালে এলাকার একটি পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার করা হয় । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বারুইপুর এলাকা । দেহ আটকে রাস্তা বিক্ষোভ দেখান পরিবার ও স্থানীয় লোকজন ।এই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে গণপিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ । তাঁর নাম ইন্দ্রজিৎ তাঁতি (26) । জনরোষের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । পুলিশের উপরেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে । নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দোকানে যাবে বলে । কিন্তু, দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও বাড়ি না-ফেরায় পরিবারের লোকজন আশেপাশে খোঁজ শুরু করেন । প্রতিবেশীরাও ওই নাবালিকার খোঁজ করতে থাকেন বিভিন্ন জায়গায় । যে দোকানে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানেও খোঁজ করা হয় । অভিযোগ, কোথাও তার হদিশ মেলেনি । রাতভর তার খোঁজ করা হয় । এরপর পুলিশে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয় । এ দিন সকালে ওই এলাকার একটি পুকুরে দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা । সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায় । ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান । তবে, পুলিশ নামার আগে স্থানীয়রাই পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ তুলে নিয়ে আসেন । এরপর পরিবারের সদস্যরা নাবালিকার দেহ শনাক্ত করে, তাঁদের বাড়ির মেয়ে বলে জানান । অভিযোগ, এরপরেই এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । নাবালিকার দেহ আটকে রেখে রাস্তায় নেমে অবরোধ শুরু করেন পরিবার ও স্থানীয় লোকজন । রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় । এমনকি পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে । এই ঘটনায় স্থানীয় চার যুবকের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে অপহরণ করে যৌন নির্যাতন ও খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । স্থানীয়দের অভিযোগে, এই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে ইন্দ্রজিৎ তাঁতি নামে এক যুবককে গণপিটুনি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । যে ঘটনায় হাসপাতালে ওই যুবককে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে । পুলিশ এই গণপিটুনির ঘটনার তদন্ত আলাদাভাবে করছে বলে জানা গিয়েছে । অন্যদিকে, আরেক অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা । তাঁকে গ্রেফতার করে জেরা করা হচ্ছে । ঘটনায় আরও অনেকের জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে

এক মাসেই উধাও ৬০ শতাংশ ভর্তুকি

সুপ্রভাত বাংলাঃ আর্থিক চাপে পড়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (NBSTC)। প্রশাসন সূত্রের খবর, প্রথম তিন মাসের জন্য রাজ্য সরকারের দেওয়া ভর্তুকির প্রায় 60 শতাংশই জুন মাসে খরচ হয়ে যাওয়ায় এবার নতুন করে অর্থ বরাদ্দের আবেদন জানাতে চলেছে সংস্থা । ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে পরিবহণ দফতরে চিঠি পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । বিধানসভা ভোটের প্রচারে বিজেপি দাবি করেছিল, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মহিলাদের সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে । 4 মে হয় বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশ । বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলায় সরকার গঠন করে বিজেপি । 9 মে শপথগ্রহণের দিনই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দেন, ভোটপ্রচারে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে । এরপরই সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের ঘোষণা করা হয় । উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা সূত্রের খবর, গত 1 জুন থেকে রাজ্যে মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত চালু হয় । এই প্রকল্পের আওতায় জুন থেকে অগস্ট, প্রথম তিন মাসের টিকিটের মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে সংস্থাকে 12 কোটি 65 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রাজ্য পরিবহণ দফতর । কিন্তু প্রকল্প চালুর প্রথম মাসেই সেই বরাদ্দের প্রায় 7 কোটি 50 লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে । অর্থাৎ, এক মাসেই শেষ হয়েছে মোট বরাদ্দের প্রায় 60 শতাংশ । সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, উত্তরবঙ্গে এনবিএসটিসি-র বাসের চাহিদা বরাবরই বেশি । তার উপর মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ চালু হওয়ার পর যাত্রীসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে । বর্তমানে প্রতিদিন সংস্থার বাসে এক লক্ষেরও বেশি যাত্রী সফর করেন । তাঁদের মধ্যে প্রায় 80 শতাংশই মহিলা । ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভর্তুকির টাকার উপর চাপও অনেকটাই বেড়েছে । সংস্থার পর্যবেক্ষণ, বাসে ভিড় বেড়ে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ যাত্রীরা আসন না-পেয়ে বিকল্প পরিবহণ বেছে নিচ্ছেন । অন্যদিকে, বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধার কারণে মহিলা যাত্রীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে । এই প্রবণতা একইভাবে চলতে থাকলে, হাতে থাকা ভর্তুকির অর্থে আগামী দু'মাস তো দূরস্ত, একমাসও চালানো যাবে না বলে আশঙ্কা কর্তাদের । সেই কারণেই অতিরিক্ত ভর্তুকি চেয়ে খুব শীঘ্রই রাজ্যের পরিবহণ দফতরের কাছে আবেদন জানাতে চলেছে এনবিএসটিসি । সংস্থার আশা, দ্রুত নতুন বরাদ্দ মিললে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত



তারাতলা উদ্ধার অভিযানে বীরত্বের স্বীকৃতি, মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সম্মান পেল পূর্ব রেলের ৯০ সদস্যের দল

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিতাই মালাকারঃ তারাতলার মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দ্রুত উদ্ধারকাজ চালিয়ে অসাধারণ সাহস ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দেওয়ায় পূর্ব রেলের উদ্ধারকারী দলকে সম্মান জানাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি পূর্ব রেলের দলকেও বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন।গত ২৪ জুন দুর্ঘটনার পর হাওড়া, শিয়ালদহ ও লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের দক্ষ কর্মীদের নিয়ে গঠিত পূর্ব রেলের ডেডিকেটেড রেসকিউ অ্যান্ড রিলিফ টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। (এনডিআরএফ), ভারতীয় সেনাবাহিনী, কলকাতা পুলিশ এবং দমকল বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে টানা ২৪ ঘণ্টা উদ্ধারকাজ চালায়। ধ্বংসস্তূপ থেকে বহু মানুষকে নিরাপদে উদ্ধার এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দলের ভূমিকা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।পূর্ব রেলের পক্ষে এই সম্মান গ্রহণ করেন প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পরমা নন্দ শর্মা পাশাপাশি দ্রুত সাড়া, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও মানবিক সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ পূর্ব রেলের ৯০ জন কর্মকর্তা ও কর্মীকেও ব্যক্তিগতভাবে সম্মানিত করা হয়।পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার Milind Deouskar উদ্ধারকারী দলের সাহস, নিষ্ঠা ও বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাজি বলেন, এই সম্মান উদ্ধারকারী দলের প্রতিটি সদস্যের প্রাপ্য। তাঁদের আত্মনিবেদিত সেবা পূর্ব রেলের মানবিক দায়বদ্ধতা ও জাতীয় সংকটে সর্বদা প্রস্তুত থাকার অঙ্গীকারকেই আরও একবার তুলে ধরেছে।



গ্রামে-গ্রামে হাইস্পিড ইন্টারনেট পৌঁছাবে

সুপ্রভাত বাংলাঃ রাজ্যে পালাবদলের পরে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বিএসএনএলকে 'রাইট অফ ওয়ে' (আইনি অনুমোদন,যা কোনও নির্দিষ্ট কারণে কোনও সংস্থাকে বা কোনও ব্যক্তিকে অন্যের জমির উপর দিয়ে যাওয়ার বা ব্যবহারের অনুমতি দেয়) অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আর ওই অনুমোদন পাওয়ার ফলে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল পাতার ক্ষেত্রে যে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, সেই জট কেটে গেল। অর্থাৎ আরও দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বিএসএনএল। সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে সংশোধিত ভারত নেট প্রকল্প চালু করতে মে'তেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে বিএসএনএলের মউ স্বাক্ষর হয়েছে। সেই মউ স্বাক্ষরের পরে জুনেই প্রায় ৫০০ কিলোমিটার ফাইবার কেবল পাতা হয়েছে বলে বিএসএনএল সূত্রে খবর। তবে সেখানেই থামতে চায় না বিএসএনএল। সূত্রের খবর, আগামী তিন বছরে ব্লক স্তর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ১৮,০০০ কিলোমিটার কেবল পাতার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও হাইস্পিড ব্রডব্যান্ড পরিষেবার জন্য আরও ৬০,০০০ কিমি কেবল পাতার পরিকল্পনা করেছে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ। এমনিতে 'ভারত নেট' হল কেন্দ্রীয় সরকারের স্বপ্নের প্রকল্প, যেটির মাধ্যমে দেশের সব গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা মিলবে। সমস্ত টেলিযোগাযোগ পরিষেবা প্রদানকারীকে ব্রডব্যান্ড সংযোগের অবাধ সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যেই সেই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তার ফলে মোবাইল অপারেটর, ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী



(ISP), কেবল টিভি অপারেটর এবং কন্টেন্ট প্রদানকারীদের মতো অপারেটররা ভারতের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-স্বাস্থ্য, ই-শিক্ষা এবং ই-গভর্ন্যান্সের মতো বিভিন্ন পরিষেবা চালু করা যাবে। সবমিলিয়ে গ্রামীণ ভারতের ক্ষমতায়ন হবে। ত্বরান্বিত হবে আর্থিক বৃদ্ধির গতি। আর সেই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গে 'ভারত নেট'-র কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। আপাতত সেই প্রকল্পের মাধ্যমে সংযুক্ত আছে পশ্চিমবঙ্গের ২,৬০০টির বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত।

স্টেশনে থুতু বা আবর্জনা ফেললেই জরিমানা

সুপ্রভাত বাংলাঃ থুতু ফেলা কিংবা আবর্জনা ছড়িয়ে দেওয়ার অভ্যাস রুখতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেল। নতুন অভিযানের আওতায় স্টেশন চত্বর বা ট্রেনে কেউ থুতু ফেলতে বা নোংরা করতে ধরা পড়লেই ২০০ টাকা জরিমানা গুনতে হবে। শুধু জরিমানাই নয়, যাত্রীদের নজরদারিতে রাখতে সিসিটিভি ক্যামেরার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও নেওয়া হবে। পূর্ব রেল এই বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের নাম দিয়েছে 'Eastern Railway is Watching You'। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওসকর জানিয়েছেন, স্টেশন ও ট্রেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এখন অন্যতম অগ্রাধিকার। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী রেল পরিষেবা ব্যবহার করেন। কিন্তু অনেকেই এখনও প্ল্যাটফর্ম, ট্র্যাক কিংবা ট্রেনের কামরায় থুতু ফেলেন বা আবর্জনা ছড়িয়ে দেন। এতে শুধু পরিবেশ নোংরা হয় না, স্বাস্থ্যবিধিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এই প্রবণতা বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। স্টেশন ও ট্রেনে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। কোথাও কেউ নোংরা করলে বা থুতু ফেললে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া স্টেশন চত্বরে টহলও বাড়ানো হচ্ছে। শুধু পুলিশ বা রেলকর্মীদের উপর নির্ভর না করে যাত্রীদেরও এই অভিযানের অংশীদার করতে চাইছে পূর্ব রেল। এজন্য একটি বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করা হয়েছে। কোনও যাত্রী যদি কাউকে স্টেশন বা ট্রেনে নোংরা করতে দেখেন, তাহলে সেই ঘটনার ছবি তুলে ওই নম্বরে পাঠাতে পারবেন। অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের দাবি, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে শুধু শাস্তি নয়, মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনও জরুরি। তাই জরিমানার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও চলবে। বিভিন্ন স্টেশনে প্রচার, ঘোষণা এবং পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বার্তা নিয়মিত প্রচার করা হবে। যাত্রীদেরও রেল সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে দেখার আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও পূর্ব রেল পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে বহু মানুষকে জরিমানা করেছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই থুতু ফেলা ও আবর্জনা ছড়ানোর অভিযোগে ৩১ হাজারেরও বেশি মানুষকে জরিমানা করা হয়েছিল। সেই সময় জরিমানা বাবদ ৩২ লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ আদায় হয়। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, নিয়মিত অভিযান চালানোয় অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। রেলের আশা, নতুন এই অভিযান শুধু

তৃণমূল নেতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকার মহিলারা

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব সংবাদদাতা, মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত কুমারজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২২ নম্বর বুথের তৃণমূল নেতা মহিদুল গাজী, এক সময় তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এলাকার মহিলাদের উপর ব্যাপক অত্যাচার চালিয়েছে। রাতের অন্ধকারে মহিলাদের বাড়ি ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা, রাস্তায় মহিলাদের একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে শ্লীলতাহানি, সহ একাধিক ভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার চালাতো এই তৃণমূল নেতা মহিদুল গাজী। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত মহিলাদের শ্লীলতাহানি, সহ নানান ভাবে মহিলাদের অসম্মান করতো। রাজ্যে পালাবদলের পরেও তার সেই অসভ্যতামি চালিয়ে যেত এলাকায়। সেই সময় মহিদুল গাজীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করতে আসলেই খুন করে দেওয়ার হুমকি দিতেও এই তৃণমূল নেতা। সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদলের পর এই সমস্ত এলাকার মহিলারা সাহস করে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মিনাখা থানায় এসে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগকারী মহিলাদের দাবি অবিলম্বে এই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করতে হবে।

৩১৩ কোটির 'মেগা প্যাকেজ' শুভেন্দুর





সুপ্রভাত বাংলা প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে চলেছে কেন্দ্রের 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা' (PMCSPY) । প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পর্যায়ে 313.30 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো- এই তিন ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েই তৈরি হয়েছে প্রকল্পের রূপরেখা । সরকারের দাবি, উত্তরবঙ্গের তিন লক্ষেরও বেশি চা শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।রবিবার সকালে সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সার্বিক কল্যাণে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । সেই লক্ষ্যেই রাজ্য স্তরের কমিটি 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা'-র বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে । এই প্রকল্পের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের জীবনমানের আমূল পরিবর্তন ঘটবে ।" শনিবার মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, অর্থ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় উন্নয়ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্রতিনিধিরা । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, প্রকল্প বাস্তবায়নের নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর । স্বাস্থ্য দফতর, সমগ্র শিক্ষা মিশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রকল্পের কাজ এগোবে । মোট 313.30 কোটি টাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি 177 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে চা শ্রমিক শিক্ষা যোজনা (CSSY)-র জন্য । এই অর্থে চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের জন্য শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের কাজ হবে । এছাড়াও চা শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (CSSSY)-র জন্য বরাদ্দ হয়েছে 72 কোটি টাকা । এই অর্থ ব্যয় করা হবে চা বাগান এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা, চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কাজে । পাশাপাশি চা শ্রমিক আশ্রয় যোজনা (CSAY)-র জন্য রাখা হয়েছে 63 কোটি টাকা । এই প্রকল্পের আওতায় পাহাড়ে 88টি এবং সমতলে 233টি, সবমিলিয়ে 321টি আধুনিক বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হবে । প্রতিটি বিশ্রামাগারে থাকবে অফ-গ্রিড সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, আরামদায়ক বসার জায়গা এবং পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের মতো আধুনিক নাগরিক সুবিধা । উল্লেখযোগ্যভাবে, কেন্দ্র এই প্রকল্প চালু করলেও পশ্চিমবঙ্গে এত দিন তা কার্যকর হয়নি । নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য স্তরের কমিটি গঠন হওয়ায় প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের পথ খুলে যায় । প্রশাসনের দাবি, এখন দ্রুত প্রকল্পের কাজ শুরু করে উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের কাছে তার সুফল পৌঁছে দেওয়াই সরকারের প্রধান লক্ষ্য ।

থানায় তলব অরূপ বিশ্বাসকে

সুপ্রভাত বাংলা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে আবারও তলব করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ । আগামী 7 জুলাই অর্থাৎ মঙ্গলবার তাঁকে থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । তদন্তের স্বার্থে তাঁর বক্তব্য এবং প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । গত বছরের 13 ডিসেম্বর আর্জেন্তিনার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি কলকাতা সফরে এসেছিলেন । আর তাঁর সেই সফরকে কেন্দ্র করে সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তীব্র বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় । ওই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শতদ্রু দত্ত । তাঁর অভিযোগ, মেসির সফরের জন্য মোট 70 হাজার টিকিট তৈরি করা হয়েছিল । যার মধ্যে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ক্ষমতার অপব্যবহার করে একাই 22 হাজার টিকিট নিয়ে নেন এবং তা কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি করা হয় । এই মেসির অনুষ্ঠানের টিকিট কালোবাজারি, আর্থিক অনিয়ম ও প্রতারণা নিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন শতদ্রু দত্ত । পরবর্তীতে তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় । এই মামলার প্রেক্ষিতে পুলিশ ইতিপূর্বে একাধিকবার অরূপ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে থানায় । শুরুতে একাধিকবার হাজিরা এড়িয়ে গেলেও, কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুরক্ষাকবচ পাওয়ার পর গত 18 জুন প্রথমবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজির হন অরূপ বিশ্বাস । সেদিন প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে । পরবর্তীতে গত 22 জুন দ্বিতীয় দফায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিধাননগর দক্ষিণ পুলিশ ।

১২ বছরের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে খুনের অভিযোগ

সুপ্রভাত বাংলাঃ বারুইপুরে 12 বছরের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে খুনের অভিযোগ উঠেছে । সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিলেন বামপন্থীরা । নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে 6-7 জুলাই পথে নামছে সিপিএম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই, এসইউসিআইসি ছাত্র সংগঠন এইডিএসও (AIDSO) ।এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন সিপিএম নেতা লায়েক আলি । একইসঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন তিনি । তাঁর দাবি, দোষীদের স্থানীয়রা চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে তুলে দেন । কিন্তু, এলাকার দুষ্কৃতী তথা বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডলের নির্দেশে পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয় ।সিপিএম নেতা লায়েক আলি বলেন, "এলাকার এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, তারপর খুন করে বস্তাবন্দি করে পুকুরে ফেলে দেয় । এলাকার মানুষ কয়েকজন অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের ক্যাম্পে দিয়ে আসে । কিন্তু এলাকার দুষ্কৃতী দিন কয়েক আগে বিজেপি নেতা হয়ে ওঠা শান্তনু মণ্ডলের নির্দেশে অভিযুক্তদের ছেড়ে দেওয়া হয় । ফলে এলাকার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে রাস্তায় নেমেছে । প্রতিবাদ জানিয়েছে । দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে । আইন আদালত যদি দোষীদের ফাঁসির শাস্তি দেয়, সেই একই শাস্তি শান্তনু মণ্ডলকেও দিতে হবে ।"রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যকে হাতিয়ার করে সিপিএম নেতারা আরও বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় এক রকম ভাষণ দিচ্ছেন, আর তার ঠিক উলটো কাজ করছেন তাঁর দলের কার্যকরতারা । এটাই কি আইনের শাসন?"নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন এবং খুনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে AIDSO-এর রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, "আমরা এই ঘটনার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছি । এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার সাধারণ মানুষ যে প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনের পাশে থেকে আন্দোলনকে আরও তীব্র করার আবেদন করছি । আমরা সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে 6-7 জুলাই রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিচ্ছি । আমরা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রজনতাকে আরজি কর আন্দোলনের সেই দিনগুলো স্মরণ করে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজপথ দখল করে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি ।" উল্লেখ্য, রবিবার বারুইপুর থানা এলাকায় পুকুর থেকে 12 বছরের নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছে । ওই নাবালিকা শনিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল । পরিবারের অভিযোগ, খাবার কেনার নাম করে বেরিয়েছিল ওই নাবালিকা । তারপরে চার অভিযুক্ত তাকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ । এই ঘটনার জেরে রবিবার সকাল থেকে উত্তপ্ত ওই এলাকা । দেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা । অভিযুক্ত সন্দেহ গণপিটুনিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিয়োগ । আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । কিন্তু এই সামগ্রিক ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে এলাকাবাসীরা । বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ঘটনার সঙ্গে এলাকার বিজেপির একাংশ জড়িত রয়েছে ।



স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তায় সচেতনতা সভা, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনার



সুপ্রভাত বাংলাঃ শ্রীরামপুর মহকুমা জুড়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও তাঁদের কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেফটি ও সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব।পুলিশ কমিশনার বলেন, স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও তাঁদের কর্মচারীদের কীভাবে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অপরাধ প্রতিরোধে কী কী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তাহলে কীভাবে দ্রুত ও কার্যকরভাবে তার সমাধান করা যাবে, সেই বিষয়েও দিকনির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও বলেন, স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের উচিত তাঁদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারীর পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (PCC) সংগ্রহ করে রাখা। এর মাধ্যমে কর্মচারীর পরিচয়, স্থায়ী ঠিকানা এবং পূর্বে কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে কি না, তা যাচাই করা সম্ভব হবে।পাশাপাশি বড় বড় শোরুম, শপিং মল ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষকেও নিয়মিত স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা, থানার আধিকারিকদের শোরুম পরিদর্শন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমন্বয় বাড়ানোর পরামর্শ দেন পুলিশ কমিশনার।তিনি আরও জানান, অন্য রাজ্য থেকে কোনও কর্মচারী স্বর্ণের দোকান বা অন্য কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজে এলে, তাঁকে নিয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্য থেকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স রিপোর্ট সংগ্রহ করা অত্যন্ত জরুরি। এতে অপরাধ প্রতিরোধে আরও কার্যকর ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি জানান।এই সচেতনতা সভায় উপস্থিত স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশিকা তুলে ধরে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট।

ইথানল মিশ্রিত E20 পেট্রোল নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিতাই মালাকারঃ ইথানল মিশ্রিত E20 পেট্রোল নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা জানান, নির্ধারিত মান অনুযায়ী তৈরি E20 পেট্রোল উপযুক্ত যানবাহনে নিরাপদে ব্যবহার করা যায় এবং এটি পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবস্থার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখেন হোন্ডা মোটরসাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া-র (পূর্বাঞ্চল) জেনারেল ম্যানেজার (কাস্টমার সার্ভিস) সমীর রোহতগি, ইন্ডিয়ান অয়েল ডিলার্স ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ-এর সম্পাদক কুশল বাজোরিয়া এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও উদ্যোক্তা দিলীপ লয়ালকা।তারা বলেন, E20 পেট্রোল নিয়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। তবে আধুনিক প্রযুক্তির উপযোগী যানবাহনে এই জ্বালানি ব্যবহারে অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। তাঁরা জানান, ইথানল মিশ্রিত জ্বালানির ব্যবহার জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও সহায়ক। (পিআইবি), কলকাতার মহাপরিচালক জেন নামচু উপস্থিত বক্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিশেষজ্ঞরা E20 পেট্রোল সম্পর্কিত নানা বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন ।

তৃণমূল নেতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকার মহিলারা, গভীর রাতে মিনাখা থানায় জানানো হলো লিখিত অভিযোগ



সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব প্রতিনিধি বসিরহাট: বসিরহাটের মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত কুমারজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২২ নম্বর বুথের তৃণমূল নেতা মহিদুল গাজী, এক সময় তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এলাকার মহিলাদের উপর ব্যাপক অত্যাচার চালিয়েছে। রাতের অন্ধকারে মহিলাদের বাড়ি ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা, রাস্তায় মহিলাদের একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে শ্লীলতাহানি, সহ একাধিক ভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার চালাতো এই তৃণমূল নেতা মহিদুল গাজী। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত মহিলাদের শ্লীলতাহানি, সহ নানান ভাবে মহিলাদের অসম্মান করতো। রাজ্যে পালাবদলের পরেও তার সেই অসভ্যতামি চালিয়ে যেত এলাকায়। সেই সময় মহিদুল গাজীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করতে আসলেই খুন করে দেওয়ার হুমকি দিতেও এই তৃণমূল নেতা। সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদলের পর এই সমস্ত এলাকার মহিলারা সাহস করে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মিনাখা থানায় এসে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগকারী মহিলাদের দাবি অবিলম্বে এই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে কড়া নিরাপত্তা, বারুইপুরে যাওয়া ঘিরে জল্পনা

সুপ্রভাত বাংলাঃ কলকাতার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের সামনে রবিবার সকাল থেকেই নজরে পড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয় নিরাপত্তার বলয়ে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হওয়ায় এলাকায় সাধারণ মানুষের কৌতূহলও বাড়ে।সূত্রের খবর, বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাস্থলে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল মমতা ব্যানার্জি। সেই সম্ভাব্য সফরকে কেন্দ্র করেই কালীঘাটের বাড়ির সামনে অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাড়ির বাইরে পুলিশি তৎপরতা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা।অভিযোগ উঠেছে, মমতা ব্যানার্জি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারুইপুরে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। ঠিক কী কারণে এত বড় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়েও সরকারি স্তরে স্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি।এদিকে, বারুইপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহল উত্তপ্ত। তারই মধ্যে মমতা ব্যানার্জি সম্ভাব্য সফর এবং কালীঘাটে নিরাপত্তা জোরদার হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।তবে এই মুহূর্তে মমতা ব্যানার্জি আনুষ্ঠানিকভাবে আটকে দেওয়া হয়েছে কি না, বা তিনি বারুইপুরে যেতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সরকারি নিশ্চিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি। প্রশাসনের তরফে পরবর্তী বিবৃতির দিকেই নজর রয়েছে।



ডুয়ার্সে নদীর চর 'দখল' করে রিসর্ট শোভনদেবের

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব প্রতিনিধি নদীর চরের উপর গড়ে ওঠা একটি বিলাসবহুল রিসর্ট খালি করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন । সরকারি জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগে রিসর্টটির দরজায় নোটিশ টাঙিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী 10 জুলাইয়ের মধ্যে সমস্ত আসবাব ও সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলতে হবে । 11 জুলাই প্রশাসন রিসর্টটির দখল নেবে, তার পর শুরু হবে পরবর্তী আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ । ঘটনাটি জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালডাঙা গ্রামের । অভিযোগ, নদীর মূল প্রবাহের একেবারে ধার ঘেঁষে গড়ে তোলা হয়েছে এই বিলাসবহুল রিসর্ট । স্থানীয় সূত্রের দাবি, একসময় এই জায়গার উপর দিয়েই নদী প্রবাহিত হত। বর্তমানে যে জমিতে রিসর্টটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটি এক নম্বর খতিয়ানের সরকারি জমি বলেই প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে । রিসর্টটির মালিক নীল মালাকার। তিনি অতীতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তথা বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি । এই বিষয়ে নীল মালাকারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, প্রায় 10 থেকে 12 বছর আগে এলাকার এক আদিবাসী পরিবারের কাছ থেকে প্রায় 1 লক্ষ 65 হাজার টাকায় জমিটি দখলে নেওয়া হয়েছিল । পরে সেই জমি মোটা টাকার বিনিময়ে নীল মালাকারের কাছে বিক্রি করা হয় । এরপরই শুরু হয় বিলাসবহুল রিসর্ট নির্মাণের কাজ । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । বিজেপি নেতা দীপঙ্কর ধর অভিযোগ করেন, তৃণমূল আমলে স্থানীয় নেতৃত্বের মদতেই একাধিক বেআইনি রিসর্ট গড়ে উঠেছে । তাঁর দাবি, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এলাকায় আরও বহু অবৈধ রিসর্ট রয়েছে এবং সেগুলির বিরুদ্ধেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত । অন্যদিকে, রিসর্টের কেয়ারটেকার মালতি বর্মন দাবি করেছেন, "রিসর্টটি অবৈধ নয় । তবে প্রশাসনের নোটিশ এসেছে ।" ডুয়ার্সের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাটাগুড়ি-মূর্তি সংলগ্ন এলাকায় প্রশাসনের এই পদক্ষেপে রিসর্ট ও হোটেল মালিকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে । উল্লেখ্য, প্রায় দু'বছর আগে তৎকালীন সরকারের আমলেও কয়েকটি রিসর্টের বেআইনি অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল । তবে পরে সেই রিসর্টগুলিই ফের সম্প্রসারিত হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে ।

সাগর বিধানসভায় 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান': চাঙ্গা সংগঠনের ভিত



সুপ্রভাত বাংলাঃ সৌরভ নস্কর গঙ্গাসাগর সাগর বিধানসভায় 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান': চাঙ্গা সংগঠনের ভিতআসন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা এবং দলীয় সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাগর বিধানসভার চারটি মণ্ডলেই আয়োজিত হলো 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান'। মন্ডল ১, ২, ৩ ও ৪—প্রতিটি এলাকাতেই এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরকে ঘিরে দলীয় কর্মী ও কার্যকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে।দলের আদর্শ, সংগঠন ও জনসেবার অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। প্রতিটি শিবিরের মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সংগঠন মহামন্ত্রী শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী। তিনি উপস্থিত কার্যকর্তাদের আগামী দিনের পথ চলার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করে দেন এবং আদর্শগত দিক থেকে দলকে আরও মজবুত করার বার্তা দেন।প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তথা বিভাগীয় কনভেনার শ্রী দীপঙ্কর জানা, সাগর বিধানসভার বিধায়ক শ্রী সুমন্ত মণ্ডল, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্রী নবেন্দু সুন্দর নস্কর এবং রাজ্য নেতৃত্ব শ্রী অনুপম ঘোষ। বক্তারা বুথ স্তরে সংগঠনের শিকড় মজবুত করার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে জনসম্পর্ক বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেন। সাংগঠনিক শৃঙ্খলার পাশাপাশি জনমুখী কর্মসূচি নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান নেতৃত্ব।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ শিবির সাগর অঞ্চলে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে। প্রশিক্ষণ শেষে কার্যকর্তারা আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার নতুন শপথ গ্রহণ করেন। বরিষ্ঠ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই মহা অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

দার্জিলিংয়ে যত্রতত্র নোংরা ফেললেই স্পট ফাইন



সুপ্রভাত বাংলাঃ রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশের পরই তৎপর হল পুরসভা। যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, থুতু ফেলা কিংবা প্রস্রাব করার মতো নাগরিক উদাসীনতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে দার্জিলিং পুরসভা। অপরাধ প্রমাণিত হলে 100 টাকা থেকে 10 হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে । নিয়ম অমান্যকারীদের এবার থেকে 'স্পট ফাইন' বা ঘটনাস্থলেই জরিমানা দিতে হবে । এ ব্যাপারে 1 জুলাই থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি নির্দেশিকা কার্যকর হয়েছে । তার উপর ভিত্তি করেই এই সচেতনতা ও ধরপাকড় অভিযান শুরু করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার থেকে পুরসভার আধিকারিকরা দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন প্রান্তে মাইকে প্রচার শুরু করেছেন। সাধারণ নাগরিক এবং পর্যটকদের নতুন এই পুর-নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরী জানান, পাহাড়ি শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এই নতুন নিয়ম অত্যন্ত কড়াভাবে কার্যকর করা হবে। তিনি বলেন, "কাউকে রাস্তায় থুতু ফেলতে দেখলে বা প্রস্রাব করতে দেখলে কিংবা যেখানে-সেখানে আবর্জনা বা ময়লা ফেলতে দেখা গেলে জরিমানা করা হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে শাস্তি দেওয়া নয়, বরং সচেতনতা বাড়িয়ে দার্জিলিংকে পরিচ্ছন্ন রাখা । শহরকে আরও সুন্দর করে তুলতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।" পর্যটকদের সচেতন করতে শহরের প্রতিটি হোটেলের মালিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা হোটেল চত্বরে কী করণীয় আর কী করণীয় নয় এবং নিয়ম ভাঙলে কী কী শাস্তি হতে পারে, তার তালিকা স্পষ্টভাবে ঝুলিয়ে রাখেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী অপরাধের গুরুত্ব বুঝে জরিমানার অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। রাস্তায় থুতু ফেলা বা প্রস্রাব করার মতো অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন 100 টাকা জরিমানা করা হবে। অন্যদিকে, একসঙ্গে অনেকটা আবর্জনা ফেললে অথবা নির্মাণকাজের বর্জ্য ও ধ্বংসাবশেষ স্তূপ করে রাখার মতো গুরুতর অপরাধ করলে তার জন্য সর্বোচ্চ 10 হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। চেয়ারম্যানের মতে, সরকার গোটা রাজ্যজুড়ে যত্রতত্র ময়লা ফেলার বিরুদ্ধে জরিমানা চালু করার কথা বলে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তার ফলেই পুরসভার এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান আরও গতি পেয়েছে। তবে শুধু জরিমানা নয়, পুরসভা তার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামোও উন্নত করছে। রাজ্য সরকার পুরসভাকে আশ্বাস দিয়েছে, আগামী অগস্ট মাস থেকেই একটি পাইলট প্রজেক্টের অধীনে আবর্জনা বাছাই এবং ক্রাশিং মেশিন বসানোর কাজ শুরু হবে। চেয়ারম্যানের কথায়, "যে সমস্ত জায়গায় আগে আবর্জনার ভ্যাট ছিল, সেখানেই এই মেশিনগুলো বসানো হবে। মেশিন শুকনো বর্জ্য বাছাই ও গুঁড়ো করে দেবে, যার ফলে আর সেগুলি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। পুরকর্মীদের এই মেশিনগুলি চালানোর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । আর

বর্ষায় সাপে কাটা রোগীর সঠিক চিকিৎসায় সচেতনতা সভা বাগনান গ্রামীণ হাসপাতালে



সুপ্রভাত বাংলাঃ অতসী মন্ডল, বাগনান: বর্ষার মরসুম শুরু হতেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে সাপের কামড়ের ঘটনা বাড়তে থাকে। এখনও বহু ক্ষেত্রে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে সাপে কাটা রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝা বা গুনিনের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, যা অনেক সময় প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে সাপে কাটা রোগীর দ্রুত ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের ব্যবস্থাপনায় এবং বাগনান গ্রামীণ হাসপাতালের উদ্যোগে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতরের অন্যতম স্নেক বাইট রিসোর্স পার্সন ডাঃ শুভেন্দু বাগ, বাগনান গ্রামীণ হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সেখ সানাউল্লাহ, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ দুর্গাপদ দোলুই এবং খড়্গপুর আইআইটির অধ্যাপক ডাঃ প্রলয় মিত্র।আলোচনা সভায় হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সিং স্টাফ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। সাপে কাটা রোগীকে কীভাবে দ্রুত শনাক্ত করতে হবে, সময়মতো চিকিৎসা শুরু করা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ এবং গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।এছাড়াও স্বাস্থ্য দফতর ও খড়্গপুর আইআইটির যৌথ উদ্যোগে তৈরি সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা-সংক্রান্ত একটি মোবাইল অ্যাপের ব্যবহারবিধিও উপস্থিত স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে-কলমে দেখানো হয়। অ্যাপটিতে সাপের কামড়ের প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে চিকিৎসা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে।উল্লেখ্য, হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে সাপ উদ্ধার ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে আসছে ওয়াইল্ডলাইফ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্ট এবং বাঙালপুর মহিলা বিকাশ কেন্দ্র। এই দুই সংস্থার উদ্যোগে হাজার হাজার মহিলা গ্রামে গ্রামে প্রচার চালিয়ে মানুষকে সাপে কাটা রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে সংস্থাদ্বয়ের প্রতিনিধি বিপ্লব ঘোষ ও চিত্রক প্রামাণিকও উপস্থিত ছিলেন।বক্তারা জানান, সাপ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই যেমন সাপ সংরক্ষণ জরুরি, তেমনই সাপে কাটা রোগীর ক্ষেত্রে কুসংস্কার ত্যাগ করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই প্রাণ বাঁচানোর একমাত্র কার্যকর উপায়।

দিল্লিতে মতুয়া মহাসম্মেলন, সংবর্ধনায় খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া



সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও একাধিক সংগঠনের দ্বারা প্রতারিত, বঞ্চনা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক পিছিয়ে পড়ার সম্প্রদায়কে আলোর দিশা দেখাতে রাজধানী দিল্লিতে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল মতুয়া সমাজ। দিল্লি, এনসিআর-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে হাজার হাজার মতুয়া ভক্ত এবং ৭০ জন দলপতি পাগল গোসাইয়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি মহাসম্মেলনের রূপ নেয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, “শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মানবতাবাদী আদর্শ ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে মতুয়া সমাজ যেভাবে নিজেদের ঐতিহ্য অটুট রেখেছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমাদের সরকার সর্বস্তরের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সবসময় পাশে রয়েছে।”অনুষ্ঠান কমিটির সভাপতি সজল গোসাই বলেন, “দিল্লি-এনসিআর এলাকার বাঙালি ও মতুয়া ভাই-বোনদের অভূতপূর্ব সহযোগিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। মতুয়া সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে উদ্যোগগুলি নিয়েছেন, তা আরও বিস্তৃত হোক—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।”খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, “মতুয়া সমাজের ঐক্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশই আগামী দিনের শক্তি। সমাজের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দিল্লিতে প্রবাসী মতুয়াদের এই বিপুল সমাগম সমাজের সাংগঠনিক শক্তিরই পরিচয়।”তাপস বিশ্বাস, পরিতোষ বিশ্বাস, মাধব বিশ্বাস-সহ সমিতির সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সফল হয়। আয়োজকদের দাবি, এই মহাসম্মেলন মতুয়া সমাজের সাংগঠনিক ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করবে।

নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে আন্দোলন থেকে সরে গেলো কুড়মি সমাজ

সুপ্রভাত বাংলাঃ এটা হয়তো কিছুটা শুভেন্দু ম্যাজিক। তারা আলাপ আলোচনা শুরু করতে চায়।জাতিসত্তার দাবিতে গত ৭ বছর ধরে ২০ সেপ্টেম্বর হয় রেল অবরোধ বা ‘রেল টেকা’। না হয় ‘ডহর ছেঁকা’র (সড়ক অবরোধ) মতো আন্দোলন করে এসেছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। কিন্তু এবার কেন্দ্র সরকার কুড়মিদের অন্যতম দাবি কুড়মালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছে। তাই চলতি বছর ২০ সেপ্টেম্বর ওই আন্দোলন থেকে সরে আসছে কুড়মিরা। ওই দিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ‘করম পর্বতিয়া মহাজড়ুয়াহি’ কর্মসূচি নেবে আদিবাসী কুড়মি সমাজ।শুক্রবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্বে আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মানতা মুখ্যমন্ত্রীকে ওই অনুষ্ঠানের আগাম আমন্ত্রণ জানান। ওই আমন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রী সাড়া দিয়েছেন বলে দাবি আদিবাসী কুড়মি সমাজের। আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মানতা অজিতপ্রসাদ মাহাতো বলেন, “এবার ২০ সেপ্টেম্বর আমরা ‘করম পর্বতিয়া মহাজড়ুয়াহি’ পালন করব। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি উপস্থিত থাকবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন।” জঙ্গলমহলে ‘নো ভোট টু টিএমসি’ ডাক দিয়ে আদিবাসী কুড়মি সমাজ যেভাবে তৃণমূলকে ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছে, তার অন্যতম কিং মেকার মূল মানতা। ভোটের ফলাফলের পর আদিবাসী কুড়মি সমাজের তরফে জঙ্গলমহলের কুড়মি বিধায়কদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য একটি কর্মসূচি নিয়েছিল। ওই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁরা।

খেলার খবর

ইংল্যান্ডকে সিরিজে এগিয়ে দিলেন জ্যাকব বেথেল



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ

শুক্রবার টুর্নামেন্টের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করে চমক দিল ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ । কলকাতা ডার্বি দিয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়ার প্রাচীনতম টুর্নামেন্ট । অর্থাৎ, বলা যায় ইস্ট-মোহন দ্বৈরথ দিয়ে শুরু হচ্ছে ভারতের আসন্ন ফুটবল মরশুম সংখ্যা এবং OCI ফুটবলারের ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করেনি । ফলে দলগঠন সম্পূর্ণ করার বিষয়টি থমকে রয়েছে । সূচি অনুযায়ী কলকাতায় একইসঙ্গে লিগ ও ডুরান্ড সমান্তরাল ভাবে চলবে । ফলত কলকাতার দলগুলো কীভাবে দু'টো টুর্নামেন্ট ভারসাম্য করে, তা দেখার । পাশাপাশি অগস্টে ইস্টবেঙ্গলের এসিএল-টু'য়ের প্লে-অফ খেলার চ্যালেঞ্জ রয়েছে । আগামী 11 জুলাই ইস্টবেঙ্গলের সম্ভবত নয়া কোচ আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাস কলকাতায় আসছেন বলে খবর । তারপর থেকে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করবে সিনিয়র দল । আপাতত কলকাতা লিগের প্রস্তুতি চলছে । মোহনবাগান কলকাতা লিগের প্রস্তুতি শুরু করলেও ডুরান্ডের আগে তাদের নয়া হেড কোচ কবে আসবেন, তা অজানা । নয়া কোচ হিসেবে বাগানে আসছেন সম্ভবত পয়ানাগিয়োটিস ডিম্পেরিস । লিগের অনুশীলনে নেমেছে মহামেডান স্পোর্টিংও । জবাবে প্রথম ওভারেই বিপক্ষ শিবিরে জোড়া ঝটকা দেন আর্শদীপ সিং । শূন্য রানে ফেরেন দুই ইংরেজ ওপেনার ফিল সল্ট ও জস বাটলার । তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে 50 রানের ঝুটি বাঁধেন বেথেল । এরপর টম ব্যান্টনের সঙ্গে তাঁর 67 রানের জুটি ইংল্যান্ড শিবিরে জয়ের গন্ধ এনে দেয় । ব্রুক করেন 15 বলে 39 রান । ব্যান্টন করেন 32 বলে 39 । ডিফেন্ড করার শুরুটা ভালো হলেও বোলারদের ব্যর্থতায় এরপর ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় ভারত । ছয় উইকেট হারাতে হলেও অপরাজিত অর্ধশতরানে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন বেথেল । 10 রানে অপরাজিত থাকেন আর্চার । ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক চার ওভারে 60 রান খরচ করেন রবি বিষ্ণোই । তিন উইকেট নিলেও চার ওভারে 40 রান দেন আর্শদীপ । চার ওভারে মাত্র 20 রান দিয়ে অক্ষরের এক উইকেট দর পেল না । শেষপর্যন্ত পাঁচটি চার ও পাঁচ ছয়ে 46 বলে 76 রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন বেথেল । 19 ওভারে ছয় উইকেটে 191 রান তুলে সিরিজে 1-0 লিড নেয় হোম টিম

গতি হারিয়েছে নেইমার

সুপ্রভাত বাংলাঃ ভাইকিং-রো থামিয়ে ব্রাজিলের শেষ আটে পৌঁছনো খুব একটা কঠিন হবে না বলেই বিশ্বাস হোসে রামিরেজ ব্যারেটোর । সোমবার ভারতীয় সময় রাত 1টা 30 মিনিটে আর্লিং হ্যালান্ড -মার্টিন ওডেগার্ড সমৃদ্ধ নরওয়ের মুখোমুখি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা । তার আগে জল্পনা চলছে নেইমারের খেলা নিয়ে । জাপানের বিরুদ্ধে স্যান্তোস ফুটবলার বেঞ্চে শুরু করেছিলেন স্যান্তোস ফুটবলার । পরিবর্ত হিসেবেও তাঁকে ব্যবহার করেননি কার্লো আন্সেলোত্তি । নরওয়ের বিরুদ্ধে কি দেখা যাবে নেইমারকে ? ব্যারেটোও সন্দিহান নেইমারের ফিটনেস নিয়ে । 90 মিনিট তো বটেই, 45 মিনিটও নেইমার খেলার মতো জায়গায় আছেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন 'সবুজ-তোতা' । তাঁর কথায়, "নেইমার অনেক ধীরগতির হয়ে গিয়েছে । আমি ব্রাজিলের লিগ দেখেছি । নেইমারের সেই গতি ছিল না । আমি জানি না পুরো সময় হোক কিংবা অর্ধেক সময় খেলার জন্য কতোটা ফিট নেইমার । তবে ওর উপস্থিতি অবশ্যই একটা প্রভাব ফেলে । তাই ওকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে সিদ্ধান্ত আন্সেলোত্তির ।”জাপানের বিরুদ্ধে রাউন্ড অব-32'র খেলায় পিছিয়ে পড়ে বাজিমাত করেছিল 'সেলেকাও'। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিলের দুরন্ত ফুটবল প্রশংসিত হয়েছে । তবে যে ছন্দময় ফুটবল ব্রাজিলের খেলায় থাকে, তা সবসময় পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে । তবু এশিয়া জায়ান্টদের বিরুদ্ধে পরিস্থিতি বুঝে ব্রাজিলের খেলার প্রশংসায় কলকাতা ময়দানের কিংবদন্তি । এবার সামনে নরওয়ে । ব্যারেটো জানালেন লড়াই সহজ হবে না । তবে তাঁর মতে আইভরি কোস্ট আরও কঠিন হতে পারত । এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আইভরি কোস্ট'কে হারিয়ে শেষ ষোলোয় পৌঁছেছে নরওয়ে । তবে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়, দলগত প্রচেষ্টায় ম্যাচ বের করে নেওয়ার পক্ষপাতী প্রথমবার কলকাতা লিগে কোচিং করাতে চলা প্রাক্তন ফুটবলার ।

Mobile - 8250733567

Published by Shrawan Kumar Vishwakarma, on behalf of Shrawan Kumar Vishwakarma published from and Printed by Supravat Printers, DVC MORE, KALIPAHARI, N H- 2, ASANSOL, PASCHIM BARDHAMAN, WEST BENGAL-713340

CMD: Shrawan Kumar Vishwakarma
Editor : Sankar Nath Halder